দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ DEC. 0 8 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ত্রুটি পাঠ্য বইয়ে নয়-নিয়ম-কানুনে

গত ১৭ই নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে 'খাইলেই চলিবে না হজমেরও প্রয়োজন আছে' শীর্ষক পত্রের লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন, ইংরেজী পাঠ্যবই হিসাবে যে বইগুলি (ইংলিশ ফর টুডে) পড়ানো হইতেছে, সেগুলি আগাগোড়া কেবল সংলাপে ভরা। এইগুলি পড়িয়া কি কখনো স্বাধীনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব? আমি বলি অবশ্যই সম্ভব, যদি বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞ শিক্ষক থাকেন এবং তিনি যদি পাঠদানে আন্তরিক হন। ইংরেজী শিখিবার চারটি ধাপ লিসেনিং, স্পীকিং, রিডিং ও রাইটিং। উক্ত বইগুলিতে সংলাপের মাধ্যমে বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। শুধু প্রয়োজন বইগুলি ছেলে-মেয়েদেরকে যত্নের সহিত পড়ানো। এই প্রসঙ্গে একটু ভিন্ন হইলেও উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, সাবেক একজন পুলিশের আইজি-কে একবার সাংবাদিকরা প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, নূতন কোন আইন প্রবর্তন না করিয়া বর্তমান প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব কি-না? জবাবে আইজিমহোদয় বলিয়াছিলেন, প্রচলিত আইনেই সম্ভব যদি আন্তরিকতার সহিত নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং এখানেও আন্তরিকতার প্রশ্নই প্রধান। বই কোন ফ্যাক্টর নয়। এইতো সেদিন ইংরেজী শিখিতে আগ্রহী একব্যক্তি আমাকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে একটি ভাল ইংরেজী গ্রামার বইয়ের নাম বলিয়া দিতে হইবে। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,কোন বই-ই একেবারে ভালও নয় আবার কোন বই-ই একেবারে খারাপও নয়। আসলে বই তেমন বড় বিষয় নয়। বড় বিষয় হইল বইটি একজন বিজ্ঞ লোকের সাহায্যে বুঝিয়া নিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে। কিন্তু আমার বক্তব্য উক্ত ব্যক্তির মনঃপুত হইল না। তাঁহার চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত আমি একটি বইয়ের নাম বলিয়া দিলাম। তিনি বাজার হইতে বইটি কিনিয়া আনিলেন। একা একা বইটি পড়িয়া শিখিবারও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পত্রলেখক তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, অবজেকটিভ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের সর্বনাশটুকু ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া গেল। অবজেকটিভ ক্ষতিকর বিধায় বর্তমানে নবম শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাস হইতে উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শুধু ইংরেজীই নয়, সমস্ত বিষয় হইতেই অবজেকটিভ বাদ দেওয়া প্রয়োজন। পত্রলেখক পত্রের অন্য এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, এখন অনেক ইংরেজী শিক্ষক অত্যন্ত সীমিত জ্ঞান রাখেন।' ইহারও কারণ আছে। অনেকেই উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী না পড়িয়া এমনকি ভিন্ন বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স পাস করিয়াও ইংরেজী শিক্ষক বনিয়া যান-বোর্ডের ইংরেজী খাতাও দেখেন। এখানে নিয়ম-কানুনের বালাই যেন নাই।

হাবিবুর রহমান,
সিনিয়র শিক্ষক,
জনতা উচ্চ বিদ্যালয়,
ফুলদী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।